মনোভাব, মতামত ইত্যাদির ওপর সুসংবদ্ধ পরিমাণবাচক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পরিমাপক (scales) এবং সূচক (indexes) এর গঠন, (৩) সাংবাদিকতা, সরকারী পরিকল্পনা এবং নীতি নির্ধারণ, বাজার সংক্রান্ত গবেষণা প্রভৃতি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনেক বেশীমাত্রায় নিরীক্ষামূলক গবেষণার ব্যবহার এবং (৪) সমাজ গবেষকের মূল গবেষণায় অভিজ্ঞতামূলক তথ্যের সরবরাহ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিরীক্ষামূলক গবেষণার অনেক সম্প্রসারণ ঘটেছিল। সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিগণক (computer) এর বেশীমাত্রায় ব্যবহারের সুযোগ, বিভিন্ন ধরণের নতুন সামাজিক গবেষণামূলক সংস্থার উদ্ভব যেগুলি পরিমাণবাচক গবেষণাতে আগ্রহী, বৃহদায়তন নিরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমূহ নিয়ে তথ্যভাণ্ডার তৈরী, সমাজ বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণার জন্য তহবিল (fund) সম্প্রসারণ, নিরীক্ষামূলক গবেষণার বৈধতাকে উন্নত করার জন্য নূতন প্রযুক্তির বিকাশ প্রভৃতি এই ধরণের গবেষণার বহুল প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। নিরীক্ষামূলক গবেষণার বিকাশ এবং বিস্তার কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ইটালী, নেদারল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী, নরওয়ে, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশে 'National Survey Research Institute' প্রতিষ্ঠিত হয়। Newman এর মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দির ভিতরে এবং বাইরে নিরীক্ষামূলক গবেষণা সামাজিক গবেষণার বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে বিগত ত্রিশ দশক ধরে।

(Ref. Book: Methods of Sociological Inquiry and Research by Dr, Aniruddha Choudhury)